بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

আল-কোরআনের বাংলাদেশ

আল-কোরআনের শাসন বাস্তবায়ন ও দেশ গঠনের রূপরেখা

(এক আল্লাহ তা'আলা, এক দেশ, এক ধর্ম, এক নিয়ম)

যুদ্ধ ব্যতীত আল-কোরআনের শাসন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

রাসূল (সাঃ) কীভাবে কোরআনের শাসন বাস্তবায়ন করছেন

গণতন্ত্র আমাদেরকে জাহেলি যুগে নিয়ে গিয়েছে, এখন আমরা জানবো রাসূল (সাঃ) কীভাবে জাহেলি যুগের পরিবর্তন করলেন। বিশ্বযুদ্ধ কি? পৃথিবীর শক্তিধর দেশ সমূহের মধ্যে যে যুদ্ধ করে তাকে বিশ্বযুদ্ধ বলে। এই বিশ্বযুদ্ধ হয় বিশ্বব্যাপী শাসনতন্ত্রের বিস্তার কে কেন্দ্র করে। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ সত্যি কারের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় রোমান সাম্রাজ্যে সাথে শরী'আহ শাসনতন্ত্র বা খিলাফতের বিস্তার কে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করার কারণে এই ইতিহাস বিকৃত করা হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। রোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের কথা কেউ বলে না। মূলত রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে, এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। মুসলমান জাতি এই জন্য তাকে নিয়ে গর্ব করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের উত্থান হয়, এর পর থেকে খিলাফা শাসনতন্ত্র বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। অর্থাৎঃ এখন যেমন গণতন্ত্র দেশে দেশে বিস্তার লাভ করছে, তৎকালীন সময়ে খিলাফা শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। খিলাফা শাসনতন্ত্রের নেতৃত্বের পতন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ এই বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতৃত্বে আসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সহ অনেকে। এই নেতৃত্বের পতন হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ এই বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতৃত্বে আসে আমেরিকার গণতন্ত্র তারা গঠন করে জাতিসংঘ। এই গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে আমেরিকা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী শাসনতন্ত্রের বিস্তার এর জন্য বিশ্বযুদ্ধ আবশ্যিক। কারণ শাসনতন্ত্রের নিজস্ব সংবিধান থাকে। এই সংবিধানের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ঠিক সেই ভাবে দেশব্যাপী শাসনতন্ত্রের বিস্তারের জন্য যুদ্ধ আবশ্যিক। যার উদাহরণ আমাদের রাসূল (সাঃ), আমরা এখন জানবো রাসূল (সাঃ) কীভাবে জাহেলি যুগের শাসনতন্ত্র কে পরিবর্তন করে ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) এর জীবনী শুনিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন আমরা যদি হাজার বছর ধরে ঈমানের দাওয়াত দিলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হবে না। বরং অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউ ঈমান আনবে না। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার করা যায়। কিন্তু শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। যার উদাহরণ আমাদের রাসূল (সাঃ), এর প্রথম ৪০ বছর তিনি সকলের চোখের মনি হয়ে ছিলেন। তিনি যা বলতেন সকলে তা বিশ্বাস করতেন। রাসূল (সাঃ) যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই রাসূল (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী বলে। রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াতের কারণে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। কিন্তু জাহেলি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় নাই। তৎকালীন জাহেলি শাসকগণ রাসূল (সাঃ) কে কাবা গৃহের চাবি দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তা গ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎঃ কিছু উপায়ে ক্ষমতায় যেতে পারলেও তা গ্রহণ করা যাবে না।

রাসূল (সাঃ) কাবা গৃহের চাবি (ক্ষমতা) নিয়ে জাহেলি শাসনতন্ত্রের মধ্যে থেকে ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে পারতেন। রাসূল (সাঃ) তা করেন নাই। তাহলে আমরা বুঝতে পারি এক শাসনতন্ত্রের মধ্যে থেকে অন্য শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাহলে আমরা কীভাবে গণতন্ত্রের মধ্য থেকে ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো? যেখানে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হলো তার সংবিধানকে বাদ দেওয়া। অর্থাৎঃ গণতন্ত্রের সংবিধান "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামিক শাসনতন্ত্রের সংবিধান আল-কোরআন কে বসানো। কারণ শাসনতন্ত্রের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। যেমনঃ ইসলামিক শাসনতন্ত্রের সংবিধান আল-কোরআন আর গণতন্ত্রের সংবিধান "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" আপনি চাইলেও শাসনতন্ত্রের সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবেন না। যারা জাহেলি শাসনতন্ত্রকে ব্যবহার করে ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেছেন যেই উপায়ে হোক না কেন। আপনারা জাতিকে বুঝাতে চান রাসূল (সাঃ) যা করতে পারে নাই আপনারা তা করে দেখাবেন।

কিন্তু কীভাবে যেখানে রাসূল (সাঃ) মক্কার দরজার সবাইকে নিয়ে প্রতিবাদও করেন নাই। তিনি সড়ক বন্ধ করে, জনগণের মালের ক্ষতি করে নাই। তিনি বিভিন্ন সামরিক শক্তির খবর নিতেন কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও

করেন নাই। কারণ এইসব করা জাহেলি লোকদের স্বভাব। বর্তমানে গণতন্ত্র এইসব করাকে স্বীকৃতি দেয় বা করে থাকে। আপনার দাবি আছে আন্দোলন করুন। আপনি আন্দোলন করে কাকে জানাতে চান। গণতন্ত্র কে? গণতন্ত্র কী আপনার জন্য ইসলামিক বিচার করবে? রাসূল (সাঃ) এইসব কিছু করেন নাই। আসুন আমাদের রাসূল (সাঃ) কীভাবে আন্দোলন করেছেন তা জেনে নেই। রাসূল (সাঃ) যখন জাহেলি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামিক শাসনতন্ত্রের কথা বলা শুরু করেন। অর্থাৎঃ মূর্তি পূজা, যিনা কে বাদ দিয়ে এক আল্লাহ তা'আলা ও তার বিধানের কথা বলেন তখন রাসূল (সাঃ) উপর ও ঈমানদারদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। তখন রাসূল (সাঃ) সাহাবিদের কে মক্কার দূর পাহাড়ে যেতে বলে নাই (এত মক্কায় যুদ্ধ পরিচালনা সহজ হত)। বলেন নাই এখন আমাদের জনগণের সমর্থন প্রয়োজন। এই কথাও বলেন নাই যে তোমরা দাওয়াত দাও, সবাইকে জানাও

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (সভ্যতা) বা ইসলামি শাসন চাই, কারণ ইসলাম সকল সমস্যার সমাধান। এই সব করে ইসলামের শাসন বাস্তবায়ন করা যাবে না। রাসূল (সাঃ) এইসব না বলে সবাইকে হিজরত করতে বলে দিয়েছেন এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরতের জন্য প্রস্তত থাকতে বলছেন। এখানে হিজরত বলতে নিজ শাসকের এলাকা ছেড়ে অন্য শাসকের এলাকায় যাওয়া কে বুঝায়। নিজ শাসকের এলাকায় থেকে পাহাড়ে যাওয়া কে হিজরত বলে না। তাই আমাদের সকলকে প্রথমে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে হবে। রাসূল (সাঃ) দুই ধরনের স্থানে হিজরতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক যেখানে আছে। ২. ঈমানদার ও সামরিক সক্ষমতা আছে এমন স্থানে।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, যেমনঃ রাসূল (সাঃ) অনেক সাহাবী কে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বলছেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২. ঈমানদার ও সামরিক সক্ষমতা আছে, এমন স্থানে হিজরত করার জন্য যে সকল বিষয় লক্ষণীয়। ১. ঈমানদার অর্থাৎ নিরাপত্তা আছে। ২. সামরিক সক্ষমতা অর্থাৎ সমরাস্ত্র মজুদ করা যাবে ও সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। ৩. স্থান বা দেশ অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান যা হবে নিজ দেশের আশে পাশে। ৪. হিজরত অর্থাৎ সময় অনুযায়ী বের হওয়া। তাহলে আমরা বলতে পারি স্থান নির্ণয়ের জন্য। ১. নিরাপত্তা, ২. সমরাস্ত্র মজুদ, ৩. সামরিক প্রশিক্ষণ, ৪. ভৌগোলিক অবস্থান, ৫. সময়। এই পাঁচ(৫) টি সুবিধা যেই স্থানে পাওয়া যাবে সেখানে হিজরত করা। আমাদের রাসূল (সাঃ) এই সুবিধা সমূহ মদিনাতে পেয়েছেন। রাসূল (সাঃ) মদিনাতে বা ইয়াসরিবে হিজরত করলেন এবং তার পূর্বে তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন। রাসূল (সাঃ) মদিনা থেকে অল্প কিছু সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন। সাথে সাথে রাসূল (সাঃ) মদিনাকে আল্লাহ্‌র তা'আলার বিধান ধারায় পরিচালনা শুরু করলেন। এই পরিচালনা সৌন্দর্য দেখে মক্কার কাফেরদের হিংসা হতে থাকে। মক্কার কাফেরদের এই হিংসার কারণে পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয় করেন। এরপর থেকে ইসলামিক শাসনতন্ত্রের পরিপূর্ণতা পায়। এই কারণে আমরা বলি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা। এই জীবন ব্যবস্থা বা সভ্যতা ইসলামিক হলে জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে। আর জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে সামাজিক পরিবর্তন করা যাবে। আর আমরা সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকে সুদ মুক্ত করবো।

আমরা কীভাবে কোরআনের শাসন বাস্তবায়ন করবো

যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার হতে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (আন নিসাঃ ৬১) ।

প্রথমে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, আমরা কি চাই? আমরা সুদ মুক্ত সমাজ চাই। সুদ মুক্ত সমাজ এর জন্য কি প্রয়োজন? জাতির ঐক্য প্রয়োজন। জাতির ঐক্যবদ্ধ কীভাবে হয়? জাতির ঐক্যবদ্ধ হয় জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে। জীবন ব্যবস্থার কি? সভ্যতাকে জীবন ব্যবস্থার বলে। সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কে? শাসনতন্ত্র সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুদ মুক্ত শাসনতন্ত্র কোনটি? শরী'আহ বা ইসলামিক শাসনতন্ত্র। বর্তমানে শরী'আহ শাসনতন্ত্র কীভাবে চালু করবো? যুদ্ধের মাধ্যমে, কারণ আমরা রাসূল (সাঃ) জীবন থেকে ও ইতিহাস থেকে জানতে পারি যুদ্ধ ব্যতীত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। আপনি এক শাসনতন্ত্রে কে ব্যবহার করে অন্য শাসনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। যারা এইভাবে চিন্তা করেন তারা নিশ্চয়ই জাতিকে ধোঁকা দিতেছেন। যেমনঃ আপনি গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে শরী'আহ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, করলেও তখন হয়ে যাবে শরী'আহ গণতন্ত্র অথবা ইসলামিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রে কে ব্যবহার করে শরী'আহ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলে, তখন হয়ে যাবে শরী'আহ সমাজতন্ত্র বা ইসলামিক সমাজতন্ত্র। আপনাকে পরিপূর্ণ শরী'আহ শাসনতন্ত্র বা ইসলামিক শাসনতন্ত্র বা খিলাফা প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুদ্ধ করে অন্য শাসনতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে ইসলামিক শাসনতন্ত্র কে শুরু করতে হবে। তাহলে এখন আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে, রাসুলের জীবনীর সাথে মিল রেখে কীভাবে যুদ্ধ করবো? যুদ্ধ কোথায় থেকে শুরু হবে? কীভাবে যুদ্ধ হবে? কে যুদ্ধ নেতৃত্ব দিবেন? সত্যি কারের দল কোনটি হবে? বিজয় কীভাবে আসতে পারে? রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে? এই সব সহ আর অনেক কিছু। আমরা বর্তমানে জাহেলি যুগে অবস্থান করছি। আমাদের দেশে মুমিন আছে, ইসলামের দাওয়া ও আছে। এখন আমাদের মুমিনদের কাজ হলো হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়া এবং রাসূল (সাঃ) হিজরতের স্থান নির্ণয়ের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা অনুসারে স্থান খুঁজে বের করা। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক যেখানে আছেঃ এমন দেশ আমাদের থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীর বিভক্তি নিয়মের কারণে সেখানে যাওয়া আমাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য। কেউ যেতে পারলে উত্তম কিন্তু রাসূল (সাঃ) এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই।

২. ঈমানদার ও সামরিক সক্ষমতা আছে এমন স্থানে হিজরতঃ এই পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) অনুসরণ করছেন। ১. ঈমানদার অর্থাৎ নিরাপত্তা। ২. সামরিক সক্ষমতা অর্থাৎ সমরাস্ত্র মজুদ ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। ৩. স্থান বা দেশ অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান। ৪. হিজরত অর্থাৎ সময়। এই পদ্ধতি কে অনুসরণ করলে আমার আমাদের দেশের পাশে একটি স্থান কে পাই সেটি হলো আরাকান, যেখানে আছে আরাকানি মুসলিম। আরাকানে বড় কয়েক টি দল আছে। এদের মধ্য থেকে আপনাকে সঠিক দলটি বাছাই করে নিতে হবে। যারা সুন্নত মতাবেক চলে, যাদের শরীরে নামাজের চিহ্ন পাওয়া যাবে। যারা মানুষের প্রতি দয়ালু। যাদের সাথে কাফের ও মুনাফিকদের যুদ্ধ হয় তারা হলো ইসলামপন্থি দল। আপনার আমল আপনাকে সঠিক দলের সাথে সংযুক্ত করবে। আপনি ভুল পথে থাকলে, ভুলে দলে যোগদান করবেন, পরে জাহান্নামি হবেন। তাদের অনেকের ব্যবহার ভালো না হওয়ার কারণ তারা ৫০ থেকে ১০০ বছর পর্যন্ত সভ্যতার ছোঁয়া পায় নাই। তাই তাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। তাদের সব কিছু ঠিক করা ও তাদেরকে দেশ গঠনে সাহায্য করা আমাদের ঈমানী কর্তব্য। আরাকানে মুসলিম কিছু আলেম আছে যারা কাউকে হক বলে না। কিন্তু ওই আলেমরাও নিজেদের হকের জন্য যুদ্ধ করে না। যারা হকের জন্য যুদ্ধ করে না তারা কীভাবে হক বা সঠিক দল চিনবেন। এখন আপনাকে সঠিক মুমিন বাহিনী যাচাই করতে হবে। যাচাই করতে ১ বছর বা ২ বছর সময় লাগতে পারে । এই সময়ের মধ্যে আপনাকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশে বসে বসে যত কাজ করি না কেন ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। ময়দানে গিয়ে কাজ করলে ইনশা'আল্লাহ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। ময়দানের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান। এখানে বসে বসে আপনি যত বড় ডিগ্রি লাভ করেন না কেন ময়দানে গেলে আপনি ফেল করবেন। [আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা

হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না, বস্তুতঃ তোমরাই জয়ী থাকবে যদি তোমরা মু'মিন হও। (আল ইমরানঃ ১৩৯)]। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের বিজয় নিশ্চিত।

এর পাশাপাশি আরাকান মুজাহিদের সাথে সুন্নত মোতাবেক একটি চুক্তি করার থাকবে। চুক্তির সংক্ষিপ্ত ধারণাঃ ১. আল-কোরআন ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে (খিলাফা ব্যবস্থা) । ২. সকল মুজাহিদেরকে সহ-পরিবারে আরাকানের নাগরিক সনদ দিতে হবে। ৩. সকল মুজাহিদের নিরাপত্তা দিতে হবে। এদের উপর কেউ হামলা করলে সবাই তাকে প্রতিহত করবে। ৪. সকল মুজাহিদ সামরিক বাহিনীতে থাকবে। ৫. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র প্রদান করতে হবে। ৬. ১নং, ২নং ও ৩নং চুক্তি নবায়ন বা পরিবর্তন করা যাবে না। ৭. মুজাহিদ গণ কোনো প্রকার আত্মঘাতী হামলায় অংশ গ্রহণ করবে না। ৮. দেশ ভিত্তিক মুজাহিদের আলাদা কমান্ডার থাকবে। দেশ ভিত্তিক কমান্ডার, আরাকান কমান্ডারের আদেশ পালন করবে। ৯. অন্য স্থানের মুজাহিদ গণ কখনো আরাকানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে না। ১০. আরাকান যুদ্ধের মূল কমান্ডার কখন ভিনদেশি হবে না।

এই ভাবে একটি চুক্তি করা থাকবে। যাতে করে আরাকান স্বাধীন হওয়ার পরে। আরাকানে অবস্থিত প্রস্তুত মুজাহিদেরকে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে কোরআনের শাসন চালু করা যায়। যুদ্ধ এখানে শেষ নায়, আমরা যখন দেশে দেশে কোরআনের শাসন চালু করতে যাবো তখন ধর্মীয় কারণে হক বা রাজনৈতিক কারণে হক ভারত, আমেরিকা এখানে আসবে । তারা আমাদেরকে এত সহজে কোরআনের শাসন চালু করতে দিবে না। তখন তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে এইটা হয়তো হিন্দের যুদ্ধ হবে। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসলে আমরা আরাকানে অবস্থিত প্রস্তুত মুজাহিদেরকে দিয়ে ও কাশ্মীর এর মুজাহিদেরকে দিয়ে হামলা করালে তারা দুর্বল হয়ে যাবে এবং ইনশা'আল্লাহ তারা পরাজিত হবে।

আল-কোরআনের শাসন বাস্তবায়নের জন্য আপনার করণীয়

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে (আল-যুমারঃ ৯)।

তারা কি যমিনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারত, আর তাদের কান শুনতে পারত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয়, বরং বুকের ভিতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ (হাজ্জ্বঃ ৪৬)। আমাদের মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা একটি কাজ বা একটি দেশের কাজ দেন নাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জমিনের খলিফা করে পাঠিয়েছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে যাওয়া আমাদের কাজ। মুমিনরা মৃত্যু পিপাসু। যে জাতি বছরের পর বছর অবহেলিত হয়ে আছে তাদের ব্যবহার কত ভালো হবে। তাই আমাদেরকে নিজ দেশের পাশাপাশি অন্য দেশকে ঠিক করার কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে মুমিন আলেম বেশি হওয়ার কারণে এইটি করা আমাদের জন্য সহজ হবে। আপনি উপরোক্ত মত ও পরিকল্পনার সাথে এক হয়ে কাজ করতে চাইলে আপনার করণীয় জেনে নিন।

মনে রাখবেন আমাদের দেশে অনেক মুজাহিদ আছে। আর মুজাহিদের নিরাপদ স্থান হলো ময়দান। ময়দানে আল্লাহর কুদরতি সাহায্য দেখা যায়। সাথে সাথে আল্লাহর সাথে মোলাকাত সহজ হয়। তাই বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদেরকে নিয়ে গিয়ে ময়দানে জামায়েত করা এখন আমাদের কাজ। আর আপনি ময়দান ছাড়া নিজ দেশে জামাত বদ্ধ হলে কাফের ও মুনাফিকরা, মুমিনদের মূল সহ শেষ করে ফেলবে। আমাদেরকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ সতর্ক দৃষ্টি রাখাটা আল্লাহর একটা গুন। আল্লাহর আমাদেরকে তার রং গ্রহণ করতে বলছেন। আমাদের দেশ এখন ইসলামি যোদ্ধা শূন্য। আমেরিকা তাদেরকে জঙ্গি বলে, যারা তার গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা, আমরা অনেকে জঙ্গি বিমান বলি, তার অর্থ যুদ্ধ বিমান। আপনাকে জঙ্গি বলা অর্থ, আপনি ইসলামের যোদ্ধা। আমেরিকা শাসন ব্যবস্থাকে মান্য করে আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তাই আমাদেরকে দেশের ভিতরে বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ করতে হবে। এক সাথে কাজ করলে আমাদেরকে তারা সহজ হত্যা করে ফেলবে। আমাদের কে ময়দানে জামাত বদ্ধ হতে হবে। আমাদের জন্য ময়দান নিরাপদ, দেশের ভিতরে থেকে গোপনে কাজ করা নিরাপদ নয়। মনে রাখবেন গোয়েন্দার লোক জন আপনার মোবাইলের উপর নজর রাখে।

সবাই হয়তো মনে করবেন এত গোপন বিষয় আমরা কেন এইভাবে প্রকাশ করছি। বলার কারণ, আমাদের মৃত্যুর পরে যাতে যে কেউ এই পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে পারে ও এই অগ্রযাত্রা যাতে কেউ বন্ধ করতে না পারে। এই ভাবে বলাটাও একটি কৌশল। সবাই গোপন করে হেকমত অবলম্বন করে কৌশল করে। যারা ময়দানে যাওয়া কে ভয় করে তারাই শুধু এইটি করে থাকে। আর যারা সত্যিকারের ময়দানে যেতে চায় তারা প্রকাশ করা কে পছন্দ করে, তাদের পছন্দই আমাদের পছন্দ। আমরা বুঝি আমাদের আল্লাহর পাগল মুজাহিদ গণ আল্লাহর পথে আসার পরে কি খুঁজে। তারা আল্লাহর পথে আসার কথা শুনতে পায় কিন্তু আল্লাহর সাথে কীভাবে মোলাকাত করবে এই পথ কেউ দেখায় না। তাই আমরা দেখিয়ে দিলাম। আমরাও তাদের মধ্য থেকে একজন ছিলাম। আমরা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য পাগল হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরতে থাকি। আলেমদের কাছে যেতে থাকি, কেউ আমাদেরকে কিছু বলতে পারে না। ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পাই ফিলিস্তিন থেকে এক মা ডেকে বলছে, তোমার দেশের মায়েরা কি ইহুদি জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য বীর জন্ম দিতে পারে নাই। তখন আমরা ফিলিস্তিন রওয়ানা হলাম। পথে দেখলাম কাশ্মীর কে, কাশ্মীর গিয়ে দেখি , কাশ্মীর এর মুক্তির চাবি বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এসে দেখি আরাকান মুসলিমরা ডেকে বলছে আগে আমাদেরকে মুক্ত কর। যখনি আমরা আরাকান অভিমুখী হয়ে রওয়ানা হলাম। তখন কানে এসে লাগে বাবরি মসজিদের ভাঙনের শব্দ। দিক বিদিক এর কান্না, ডাক ও ভাঙনের শব্দে আমরা পাগল হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ (বাবরি প্রদেশ), বিহার, বাংলা, আরাকান ও লাক্ষাদ্বীপ কে সংযুক্ত করে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র করার।

[(এর আগে মূসাকে) বাণী দেয়ার পর আমি যুবূরে লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাহ্‌গণই পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করবে (আম্বিয়াঃ ১০৫)]। তাই এই রাষ্ট্রের নাম করণ করা হয় "গাজওয়া ইসলামিক আমিরাত", যার রাজধানী হবে "কিসাস নগর" যার বর্তমান নাম অযোধ্যা। "কিসাস নগর" এর বাবরি মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ থাকে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে। [আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমের বদলে অনুরূপ জখম। কেউ ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম। (আল মায়িদাহঃ ৪৫)] আজ আমরা ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য কান্না করি। কাশ্মীর, আরাকানের মুসলমান ভাইরা কি ইবলিশের ভাই। সত্যি কারের ভালোবাসা যদি ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য থাকে। তাহলে কাশ্মীর, আরাকান থেকে আমেরিকা ও ভারত কে হাটাও। আমেরিকা ও ভারত এর সাথে আমরা যুদ্ধ করলে। তারা ইসরাইলকে সহায়তা দিতে পারবে না। আর ইসরাইল সহায়তার অভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না। এই ভাবে ফিলিস্তিন কে সাহায্য করা সম্ভব। ইসরাইলকে সহায়তা দেয় এমন প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ করা প্রয়োজন। আজ কাফেররা মুসলমানের পৃথিবী ছোট করে দিতে চায়, অথচ কাফেরদের পৃথিবী ছোট হওয়ার কথা ছিল।

আসমান ও যমিনে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন, আর যারা তাঁর সন্নিকটে আছে তারা গর্বভরে তাঁর 'ইবাদাত থেকে বিমুখ হয় না, আর তারা (কক্ষনো তাঁর 'ইবাদাত করার ব্যাপারে) ক্লান্তিবোধ করে না (আম্বিয়াঃ ১৯)। প্রতিটি কাজের কিছু উসুল থাকে যা আপনাকে মান্য করতে হবে। আপনাকে পরিবার ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা শিখতে হবে। আর এইটা করতে না পারলে আপনি ময়দানে যেতে পারবেন না। পৃথিবীর হলো যুদ্ধের ময়দান একে ময়দান মনে করে জীবন পরিচালনা করেন দেখবেন আপনার জন্য চলা সহজ হয়ে যাবে। হয়তো আল্লাহ আমাদের সাথে আপনাকে জামাতবদ্ধ করাবেন। আমাদের বয়স, জ্ঞান ও শক্তির সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, করণীয় সমূহকে তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়? (আত তাওবাহঃ ১২২) ।

প্রথম, আপনার বয়স ১৫ থেকে ৪০ হলেঃ এই বয়সের মুজাহিদ গণ রাসুলের প্রথম ৪০ বছরের জীবনী অনুশীলন করে থাকে ও সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তাদেরকে নওজোয়ান বলা হয়। এই বয়সের মুজাহিদ গণের বেশি কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আপনার কোরআনের উপর ভরসা রাখুন। কারণ, কোরআনের উপর ভরসা না থাকলে ময়দানে আপনি যুদ্ধ করতে পারবেন না। মুজাহিদ গণ যে প্রশিক্ষণ নিবেন তা নিম্নে দেওয়া হলো। ১. শারীরিক প্রশিক্ষণ, ২. রণকৌশল, ৩. অস্ত্র–গোলা-বারুদের নাম, ৪. সামরিক যানবাহনের নাম, ৫. জ্যামিতি ব্যবহারের কৌশল।

এইসব শিক্ষার পাশাপাশি আপনাকে কিছু উসুল মান্য করতে হবে। এই উসুল মান্য না করলে আপনি কখনো সঠিক দলের সাথে জামাত বদ্ধ হতে পারবেন না। আপনি মনে করতে পারেন এটি হলো সঠিক পথের যাত্রীদের বেশ। উসুল সমূহঃ ১. আল-কোরআন নিজ ভাষায় বুঝে পড়া, ২. পাঞ্জি ও টুপি বা পাগড়ি পরিধান করা, ৩. তসবি রাখা, ৪. মেসওয়াক করা, ৫. সুরমা দেওয়া, ৬. দস্তরখানায় খাওয়া, ৭. ডান কাত হয়ে ঘুমানো, ৮. সপ্তাহে এক দিন, মাসে তিন থেকে পাঁচ দিন নিজ গৃহ থেকে বাহির অবস্থান করা।, ৯. একজন মুমিনকে আমির মান্য করা, ১০. সকল সুন্নত ও নফল মান্য করার চেষ্টা করা, ১১. সাহাবিদের জীবনী পড়া বা যেখানে পড়ে তাদের সাথে জামায়েত হওয়া। এখনে যে এগারোটি নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষ কারণে বলা হয়েছে। যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে- যে উত্তমভাবে কাজ করে আমি তার কর্মফল বিনষ্ট করি না (কাহফঃ ৩০) । এই আয়াতের উপর ভরসা করে আপনি কাজ করে যেতে থাকেন। আপনার বয়স ৪১ হয়ে গেলে আপনি পরবর্তী ধাপের প্রশিক্ষণ নিতে থাকুন। আপনাকে প্রাথমিক ভাবে তৈরি রাখার জন্য এই সব দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া।

মূল বাহিনীর সাথে সংযুক্ত হলে আপনাকে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আর যাতে করে কাফের ও মুনাফিকরা জানতে পারে আমরাও প্রস্তুত।

দ্বিতীয়, আপনার বয়স ৪১ থেকে ৬০ হলেঃ এই বয়সের মুজাহিদ গণ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর মুজাহিদগণের কাজকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে। সাথে সাথে তৃতীয় শ্রেণীর মুজাহিদ গণের আদেশ বাস্তবায়ন করেন। আপনাকে এখন দেশ ও যুদ্ধ পরিচালনা কাজের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যিনি যে কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি ওই কাজের প্রশিক্ষণ নিন। এখন আপনি সামরিক বিভাগের মধ্য হতে যে সব বিভাগের পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নিবেন তা দেওয়া হল। কীভাবে প্রশিক্ষণ নিবেন তা আপনি নিজে ঠিক করবেন। সামরিক বিভাগের নামঃ ১. পরিচালনা বিভাগ, ২. রসদ বিভাগ, ৩. অভিযান বিভাগ, ৪. চিকিৎসা বিভাগ, ৫. অস্ত্র–গোলা-বারুদ বিভাগ, ৬. গোয়েন্দা বিভাগ, ৭. শারীরিক প্রশিক্ষণ বিভাগ, ৮. রণকৌশল বিভাগ, ৯. তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ ১০. অর্থ বিভাগ, ১১. ফরজ ও সুন্নত পর্যবেক্ষক বিভাগ, ১২. মুজাহিদ সংরক্ষণ বিভাগ, ১৩. পরিবার রক্ষা বিভাগ। নিম্নে বাংলাদেশেকে ৮ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আপনার মুজাহিদ গণ পরিচয় প্রদান কালে ব্রিগেড এর নাম বলে পরিচয় দিবেন। যিনি যেই বিভাগ এর হবেন আপনি ওই ব্রিগেড এর নাম বলবেন।

	বিভাগের নাম	বিভাগের নতুন নাম	ব্রিগেড এর নাম
১	ঢাকা বিভাগ	মসজিদাবাদ বিভাগ	খোরাসান ব্রিগেড
২	চট্টগ্রাম বিভাগ	আউলিয়া বিভাগ	আরাকান ব্রিগেড
৩	রাজশাহী বিভাগ	বরকতপুর বিভাগ	কিতাল ব্রিগেড
৪	খুলনা বিভাগ	তাওহীদাবাদ বিভাগ	বদর বিগেড
৫	সিলেট বিভাগ	পীরপুর বিভাগ	সামস বিগেড
৬	বরিশাল বিভাগ	বাহরাইন বিভাগ	ইয়াসরিব বিগেড
৭	রংপুর বিভাগ	রহমতপুর বিভাগ	বাবরি ব্রিগেড
৮	ময়মনসিংহ বিভাগ	হাক্কানি বিভাগ	আকসা ব্রিগেড

দেশ পরিচালনা করবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মুমিন গণ। যে সব মুমিন গণ সামরিক কাজ করতে অক্ষম আপনারা দেশ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের আমির বা সরকারের পরিচালনার জন্য যে কার্যালয়ের (মন্ত্রণালয়) নাম দেওয়া হলো। আপনার ওই সকল কার্যালয়ের মধ্য হতে আপনা জন্য যে কার্যালয়ের কাজ সহজ হবে তা শিক্ষা নিন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যাতে আপনার থেকে তথ্য নেওয়া যায়। আপনারা যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাবেন তখন কি আপনি মুনাফিক দিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন? দেশ পরিচালনার কাজে কোন মুনাফিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে না। তাই আপনারা নিজ কৌশলে সব শিক্ষা গ্রহণ করে নিন।

এই কাজ কেউ একা করতে পারবে না। আবার আমরা সবাই এক সাথে দেশের ভিতরে জামাত বদ্ধ হয়েও করতে পারব না। তাই আমাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের মূল বাহিনীতে সংযুক্ত করব। দেশ পরিচালনা কাজে প্রশিক্ষিত মুমিন গণ পরিচয় প্রদান কালে নতুন বিভাগ এর নাম বলে পরিচয় প্রদান করবেন। আর আপনার বয়স ৬১ হয়ে গেলে আপনি ওই বয়সের নির্দেশনা মোতাবেক চলবেন।

তৃতীয়, আপনার বয়স ৬১ থেকে ৭৫ হলেঃ এই বয়সের মুজাহিদ গণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে খিলাফা ভিত্তিক শাসন চালু হয় নাই। তাই মুমিন আলেম গণ যারা আছেন, আপনারা চার জন সাহাবা যে ভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন তা আপনি নিম্ন বিষয় ভিত্তিক বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করি। যিনি

যেই বিষয়ে বেশি জ্ঞানী আপনি ওই বিষয়ে লিখতে থাকেন। এতে করে আমাদের দেশ পরিচালনা সহজ ও গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, আশা করি তার সঠিক ব্যবহার করবেন। সরকার, বিচার, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বিবাহ, পরিবার, মূল্যবোধ, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, লিখন পদ্ধতি এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন এই কয়েকটি বিষয়ে লিখবেন। এই বইয়ের নাম দিতে পারেন গাজওয়া ইসলামিক আমিরাত(সরকার) অথবা গাজওয়া ইসলামিক আমিরাত (শিক্ষা)। এইভাবে লিখে আপনি তা প্রকাশ করেন, ইনশা'আল্লাহ আমরা তা গ্রহণ করব।

<u>সমাপ্তি</u>

এখানে আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে মুমিনদেরকে একটি পথ দেখানো হয়েছে। এই পথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে ভুল হলে তা আপনারা পরিহার করবেন। আর সত্য হলে নিজ উদ্বেগে কাজ করে যাবেন। সহজে কি ভাবে খিলাফত শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তার কিছু বর্ণনা দিলাম। এর থেকে কার্যকরী কোনো পথ থাকলে তা প্রকাশ করবেন। ইনশা'আল্লাহ আমরা তা গ্রহণ করব। আপনারা এই পরিকল্পনা নিয়ে আলেমদের কে প্রশ্ন করবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন সেই আলেম মুমিন না মুনাফিক। আমরা শুধু কোরআনের একটি আয়াতকে মান্য করতে চাইছি আর এই আয়াতকে মান্য করতে গিয়ে আমাদেরকে এত কিছু করতে হয়েছে। যুদ্ধ ব্যতীত কোন দল যদি এই আয়তকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আমরা সেই দলের অনুসারী হবো। পরবর্তীতে সকল কার্যক্রম গাজওয়া ইসলামিক আমিরাতের নাম ব্যবহার করে প্রকাশ করা হবে।

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ (আল-বাকারাঃ২১৬) । আমরা আরাকানের জন্য যুদ্ধ শুরু করলাম, হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেত ভাবে বেরিয়ে পড় (আন-নিসাঃ৭১) । এতে করে জাতিসংঘের মন খারাপ হক বা আমেরিকার বা ভারতে বা চিনের বা মগের এতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কাজেই আল্লাহর কাছে যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য (আন-নিসাঃ৭৪) । আমরা কোন কাফেরে মন রক্ষা করতে দুনিয়াতে আসি নাই। যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে! (আত-তাওবাঃ৪১। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি

রাখছেন (যেমন ঘাঁটিতে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়) । আমাদের দেশে কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে তা আমরা জানি। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ও নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।

গাজওয়া ইসলামিক আমিরাতের মানচিত্র